বৌদ্ধ সাহিত্যে সঙ্গীত

বৈদিক সাহিত্যের 'ব্রাহ্মণ'গুলিতে যাগযজ্ঞাদি, অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকাণ্ডের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকাণ্ড-বহুল হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নামে পরিচিত। কালক্রমে এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবনতি এবং বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নব ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটলো।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তারিখ এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন খৃঃ পূঃ ৫৪৬ বা ৫৪৩ অব্দে। আবার কারও কারও মতে তাঁর মহাপরিনির্বাণের তারিখ খৃঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দ। মহারাজ বিম্বিসারের সময় (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) বুদ্ধ ও মহাবীর যথাক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম প্রচার করেন। তারপর বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচার হয় মৌর্য বংশের মহানুভব সম্রাট অশোকের সময়। ৩২৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে (আনুমানিক) মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসনে আরোহন করেন। অশোক রাজত্ব করেন ২৩৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। অশোকের পরেও মৌর্য রাজগণ অর্ধ শতাব্দী রাজত্ব করেন।

এই মৌর্যযুগের সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে এবং প্রমোদানুষ্ঠানে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রচলন ছিল। খৃস্ট পূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে হীনযান ও মহাযান—এই দুটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন। রামায়ণ ও মহাভারতের মত মারসম্যুত্ত, ভিক্ষুণীসম্যুত্ত, অঙ্গুত্তরনিকায় প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে থের ও থেরী গাথার বিবরণ রয়েছে। বৌদ্ধ স্থবিরদের নামে রচিত গাথা বা গানের নাম 'থেরগাথা' আর স্থবিরদের উদ্দেশ্যে রচিত গাথা বা গানের নাম 'থেরীগাথা'। 'থেরগাথায়' ১২৭৯টি গাথাযুক্ত ১৭০টি কবিতা এবং 'থেরীগাথায়' ৫২২টি গাথাযুক্ত ৭৩টি কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিনয়পিটক বা মহাবস্তুর অংশ বা গাথাও গান করা হতো। গাথাগুলি ষড়জাদি স্বরযোগে এবং বিভিন্ন তালে গান করা হতো।

বৌদ্ধজাতক

বৌদ্ধজাতকগুলি রচিত বা সংকলিত হয় আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতাব্দে। বুদ্ধদেব বহুবার বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শেষ জন্মগ্রহণ করেন কপিলাবস্তুতে। জাতকগুলিতে ঐ সব জন্মকাহিনী লিখিত হয়েছে। পালিভাষায় লিখিত

জাতকগুলির সংখ্যা ৫৫০ বা ৫৬৫। অধিকাংশ জাতকই গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। প্রতিটি জাতকের মধ্যে কয়েকটি অংশ থাকে। তার একটি অংশ গাথা।

এই জাতকগুলির মধ্যে কয়েকখানিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আলোচনা আছে। যে-জাতকগুলিতে নৃত্য, বাদ্য, গীত ও অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা আছে সেগুলির নাম (১) নৃত্য-জাতক, (২) ভেরী-বাদক-জাতক, (৩) শঙ্খজাতক, (৪) মৎস্য-জাতক, (৫) বিদুর পণ্ডিত-জাতক (৬) বিশ্বম্ভর জাতক (৭) কুশ জাতক (৮) অসদৃশ্য-জাতক, (৯) সর্বদ্রংষ্ট্র-জাতক, (১০) গুপ্তিল-জাতক, (১১) ভদ্রঘট জাতক (১২) বীণাস্থুণা জাতক (১৩) চুল্ল প্রলোভন জাতক (১৪) ক্ষান্তিবাদি-জাতক, (১৫) কাকবতী-জাতক প্রভৃতি।

জাতকগুলিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু রাগরাগিণীর কোনও নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় জাতকের মধ্যে পাওয়া যায় না। জাতকগুলি থেকে জানা যায় যে, সে সময় বীণার প্রচলন ছিল। সপ্ততন্ত্রী বীণার কথাও আমরা জাতক থেকে জানতে পারি।

রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে 'পাণিবাদকে'র কথা আছে। জাতকেও পাণিবাদকের উল্লেখ রয়েছে। এরা হাত তালি দিয়ে গান করতো।

বীণা তুর্য ছাড়া 'কুম্ভস্থুণ' নামীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ এইসময় দেখতে পাই। মাটির কলসীর মুখে চামড়া দিয়ে এই বাদ্যযন্ত্র তৈরি হতো।

জাতকে নটদের পরিচয় থাকায় ঐসময় সমাজে নাটক ও অভিনয়ের যে বিশেষ প্রচলন ছিল তা বেশ বোঝা যায়। জাতকে বৈতালিকদেরও উল্লেখ রয়েছে। তারা রাজসভায় রাজাদের গুণাবলী কীর্তন করতো। নৃত্যশীলা দেবদাসী এবং অন্তঃপুরচারিণীরাও নৃত্য-গীতে যোগদান করতো।

বৌদ্ধ জাতকগুলির পর যে-সমস্ত গ্রন্থে সঙ্গীতের উপাদান পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে 'মহাবস্তু' (হীনযানী বৌদ্ধদের গ্রন্থ) 'ললিতবিস্তার' (মহাযানী বৌদ্ধদের গ্রন্থ) এবং 'লঙ্কাবতার সূত্র'। ললিতবিস্তারে নৃত্য, গীত বাদ্যযন্ত্রাদির অনেক নামের উল্লেখ রয়েছে। লঙ্কাবতার সূত্রে সঙ্গীতের প্রসঙ্গ এসেছে ভগবান বুদ্ধ ও রাবণকে ঘিরে। এখানে রাবণের বীণাটির যে পরিচয় আছে তাতে যে সাতটি স্বর লীলায়িত হতো তাদের নাম রয়েছে। এগুলির কোনটির সঙ্গীত গ্রন্থ নয়—কিন্তু সঙ্গীতেরই ধারাবাহিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এগুলি মূল্যবান সঙ্কেত বহন করছে।